যুগান্তর

বুয়েট ছাত্র আবরার হত্যার প্রতিবাদ

বিক্ষোভে উত্তাল ক্যাম্পাস

চার্জশিট না হওয়া পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা ও শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ, বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার, খুনিদের আজীবন বহিষ্কার, বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধসহ ৮ দাবি * তোপের মুখে ভিসি ও ছাত্রকল্যাণ পরিচালক, বিভিন্ন দফতরে তালা * শিক্ষার্থীদের দাবির প্রতি ভিসির সমর্থন * আন্দোলনে শিক্ষক সমিতির সমর্থন আজ জরুরি বৈঠক * মামলা ডিবিতে গ্রেফতার আরও ৩, মোট ১৩ * ঢাবিতে বিক্ষোভ ও গায়েবানা জানাজা আজ নতুন কর্মসূচি

প্রকাশ : ০৯ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

যুগান্তর রিপোর্ট ও ঢাবি প্রতিনিধি

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে খুন করার প্রতিবাদে মঙ্গলবার দিনভর উত্তাল হয়ে উঠেছিল সারা দেশের শিক্ষাঙ্গন। দুর্গাপূজার ছুটির মধ্যেও বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন।

পাশাপাশি আবরারের কুষ্টিয়ায় নিজের গ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহর এবং জেলা-উপজেলায় স্তম্ভিত ও শোকাহত সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ মিছিল, সমাবেশ ও মানববন্ধন করেন। ন্যায়বিচারের দাবিতে শিক্ষকরাও বিক্ষোভে যোগ দিয়েছেন।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করে বুয়েট শিক্ষক সমিতি, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এবং ডাকসুর ভিপি। পৃথকভাবে মিছিল করেন বুয়েটের সাবেক শিক্ষার্থীরাও।

বিক্ষুব্ধ ও শোকে মুহ্যমান শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ এসব কর্মসূচি থেকে আবরার খুনে জড়িত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ফাঁসির দাবি জানান।

এদিন সন্ধ্যায় বুয়েটের শেরেবাংলা হলের সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে হত্যার প্রতিবাদ জানান শিক্ষার্থীরা। এরপর ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল করেন তারা।

দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে হত্যার বিচার, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে খুনিদের আজীবন বহিষ্কার, মামলার চার্জশিট না হওয়া পর্যন্ত বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা ও সব শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ, বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধসহ আট দফা দাবি করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

তাদের দাবির সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করেছেন বুয়েট ভিসি অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে সুনির্দিষ্ট সমাধান না দেয়ায় রাত ১০টা পর্যন্ত ভিসিকে অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ চালিয়ে যান আন্দোলনকারীরা।

এর কিছুক্ষণ পর ভিসিকে মুক্ত করে দেন। নিজ কক্ষ থেকে বেরিয়ে ভিসি সাংবাদিকদের বলেন, আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের দাবিকে আমরা সমর্থন জানাচ্ছি। হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ঘটনার প্রায় ৩৯ ঘণ্টা পর ক্যাম্পাসে আসার কারণ জানতে চাইলে ভিসি বলেন, আমি রাতদিন কাজ করছি। একটি রাজনৈতিক দলের এতজন সদস্য গ্রেফতার হয়েছেন। এটা কিন্তু এমনি এমনি হয়নি।

এখন পর্যন্ত যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, সবগুলো আমার সিদ্ধান্তেই হয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তারাও আমার সঙ্গে একমত।

এদিকে সহপাঠী আবরার হত্যার প্রতিবাদে দিনভর আন্দোলনের পর রাতে বিরতি দেন বুয়েটের শিক্ষার্থীরা। আজ সকাল ১০টায় দাবি আদায়ে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা দেবেন আন্দোলনকারীরা।

মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে বিফ্রিং করে সাংবাদিকদের এ কথা জানান। তারা বলেন, আমাদের যে দাবি ছিল, ভিসির কথায় তা পূরণের আশ্বাস পাইনি।

তাই বুধবার সকাল থেকে আবারও আন্দোলন করব। বুধবারের পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমাদের দাবিগুলোর মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে।

রোববার রাতে বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্র আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

শনিবার বিকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেয়ার জেরে তাকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় চকবাজার থানায় দায়ের করা মামলা তদন্তের দায়িত্ব ডিবিকে দেয়া হয়েছে। মামলার ১৯ জন আসামির মধ্যে মঙ্গলবার রাত ১০টা পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ ছাড়া এজাহারের বাইরে আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারদের মধ্যে ১০ জনকে পাঁচ দিন করে রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ।

এদিন সকালে বুয়েট শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভের শুরুতে বিকাল ৫টার মধ্যে ভিসিকে প্রকাশ্যে আসার আলটিমেটাম দেন। বিকাল সাড়ে ৪টায় বুয়েটের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশের গেট দিয়ে নিজ কার্যালয়ে প্রবেশ করেন ভিসি।

সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ও বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ভিসির কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন আন্দোলনকারীরা। বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে ভিসির কার্যালয়ের প্রবেশ ও বহির্গমনের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন।

আলটিমেটাম শেষ হওয়ার এক ঘণ্টা পর সন্ধ্যা ৬টার দিকে তিনি বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের সামনে আসেন। প্রায় ৩৯ ঘণ্টা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকার বিষয়টি শিক্ষার্থীদের বোঝাতে ব্যর্থ হন। একপর্যায়ে ভিসি নিজের দফতরে ফিরে যান।

এ সময় তিনি কয়েক দফা শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে পড়েন। সন্ধ্যায় ভিসি দফতরের সামনে বিক্ষোভকালে আন্দোলনকারীরা তার কাছে উল্লিখিত দাবি উপস্থাপন করেন।

এর আগে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে মঙ্গলবার বিকালেই ভিসি বিভিন্ন হলের প্রভোস্টদের নিয়ে বৈঠক করেন। আজ জরুরি বৈঠকে বসছে বুয়েট শিক্ষক সমিতি।

খুনিদের বিচারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আজ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এবং টিএসসির রাজু ভাস্কর্য এলাকায় পৃথক মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করবেন। আবরারকে পিটিয়ে খুন করার প্রতিবাদ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।

মঙ্গলবার কুষ্টিয়ায় আবরারের জানাজা শেষে লাশ দাফন করা হয়েছে। সকাল পৌনে ৮টায় আবরারের মরদেহ কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার রায়ডাঙ্গা গ্রামে পৌঁছলে শুরু হয় শোকের মাতম।

লাশ সামনে রেখে গ্রামের তরুণরা মিছিল শুরু করেন। গ্রামবাসী আবরারের খুনিদের বিচার দাবি করেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে জানাজা শেষে আবরারকে শেষ বিদায় জানানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গায়েবানা জানাজা হয় আবরারের।

আবরারের নিজের ক্যাম্পাস বুয়েটে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ৮ দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। এতে শত শত শিক্ষার্থী অংশ নেন। সকালে বের হওয়া বুয়েট শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারে অবস্থান নেয়।

এ সময় তারা আবরার হত্যার বিচার চেয়ে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেন এবং খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। বিক্ষোভ মিছিল থেকে শিক্ষার্থীরা বুয়েট ভিসিকে ক্যাম্পাসে আসার দাবি জানান এবং ১১ অক্টোবরের মধ্যে তাদের সব দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানান।

বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- খুনিদের সর্বোচ্চ শাস্তি (ফাঁসি) নিশ্চিত, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে শনাক্ত হওয়া খুনিদের ছাত্রত্ব আজীবন বাতিল, দায়ের করা মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি, আবাসিক হলগুলোতে র‍্যাগের নামে এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর এর আগে যারা শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন করেছেন, তাদের ছাত্রত্ব বাতিল করা।

দাবির মধ্যে আরও আছে- বুয়েটের আহসানউল্লা হল এবং সোহরাওয়ার্দী হলের আগের নির্যাতনের ঘটনাগুলোতে জড়িতদের ছাত্রত্ব ১১ অক্টোবর বিকাল ৫টার মধ্যে বাতিল নিশ্চিত করা।

রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে আবাসিক হল থেকে ছাত্র উৎখাতের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকা এবং ছাত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হওয়ায় শেরেবাংলা হলের প্রভোস্টকে ১১ অক্টোবর বিকাল ৫টার মধ্যে প্রত্যাহার করা।

মামলা চলাকালীন সব খরচ এবং আবরারের পরিবারের সব ক্ষতিপূরণ বুয়েট প্রশাসনকে বহন করতে হবে।

বিক্ষোভ চলাকালে ১৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থী তিথি বলেন, আমরা আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব। কারও যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য আমরা শহীদ মিনারের সামনে অবস্থান করব।

বুধবার থেকে আমরা আবার রাস্তায় নামব। আট দফা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য বুয়েটের ভর্তি ও একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেন তারা।

তোপের মুখে ছাত্রকল্যাণ পরিচালক : ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ চলাকালে শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে পড়েন বুয়েটের ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে বুয়েটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে এ ঘটনা ঘটে।

এ সময় শিক্ষার্থীরা তাকে ‘ভুয়া, ভুয়া, পদত্যাগ, পদত্যাগ’ বলে স্লোগান দিতে থাকেন। আবরার ফাহাদ হত্যার বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নবাণে তাকে জর্জরিত করেন। শিক্ষার্থীরা তার কাছে জানতে চান, রাত ২টার সময় হলে পুলিশ ঢুকল কীভাবে?

এ প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক মিজানুর রহমান বলেন, সেটা হলের প্রভোস্টকে জিজ্ঞেস করেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা তার পদত্যাগের দাবি জানান। ছাত্রদের তোপের মুখে একসময় পদত্যাগ করবেন বলেও জানান তিনি।

শিক্ষার্থীদের দাবিগুলোর বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বুয়েটের ভিসি অধ্যাপক সাইফুল ইসলামের ওপর চাপিয়ে দেন। অধ্যাপক মিজানুর রহমান বলেন, আমার মনে হয় না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজন আছে।

বিশেষ করে বর্তমান প্রেক্ষাপটে। বুয়েটেও নিষিদ্ধ করা উচিত। কবে নিষিদ্ধ হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি এখানে বসে লিখে দিলে কিংবা বলে দিলে হয়ে যাবে না। তবে ভিসির সঙ্গে এসব বিষয়ে যত দ্রুত সম্ভব কথা বলবেন বলে শিক্ষার্থীদের আশ্বাস দেন তিনি।

শিক্ষক সমিতির একাত্মতা : ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি বন্ধে শিক্ষার্থীদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে শিক্ষক সমিতি। মঙ্গলবার দুপুরে শহীদ মিনারের পাদদেশে বুয়েটের শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. একেএম মাসুদ রানা শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে আসেন।

এ সময় তার সঙ্গে সমিতির অন্য নেতারা এবং বেশ কয়েকজন সাধারণ শিক্ষক ছিলেন। এ সময় সভাপতি জানান, বুধবার সকালে শিক্ষকদের সাধারণ সভা ডাকা হয়েছে। ওই সভা থেকে আবরার হত্যার প্রতিবাদে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। শিক্ষার্থীদের সামনে সোমবার রাতে শিক্ষক সমিতির সভায় গৃহীত বিবৃতি পড়ে শোনান তিনি।

কাঁদলেন শিক্ষকরা : একাত্মতা প্রকাশ করতে গিয়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের সামনে কেঁদেছেন শিক্ষকরা। সমিতির সভাপতি একেএম মাসুদ আবেগাপ্লুতকণ্ঠে বলেন, ‘বাবা-মা শিক্ষার্থীদের আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। কিন্তু আমরা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি। আমরা শিক্ষার্থীদের সব দাবির সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করছি।’ অধ্যাপক মাসুদ বলেন, ‘আমাদের এক ছাত্রকে এভাবে পিটিয়ে মারা হল ... আমাদেরও অনেকের এই বয়সী সন্তান আছে। আমরা আমাদের নিজের সন্তানদের মতো করে বিষয়টিকে ফিল করছি।’

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করে এই শিক্ষক নেতা বলেন, ‘একটা ছেলেকে এভাবে পিটিয়ে মারা হবে, এটা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। খুনিরা আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে, আমরা সবাই এটা চাই। আমরা চাইব, আবরার হত্যার বিচার হবে এবং বুয়েট তার সুনাম অক্ষুণ্ন রেখে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে আসবে।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে কোনো শিক্ষার্থী নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা যাবে, এটা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। একাডেমিক ভবন, হলসহ সমগ্র ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। আবরার ফাহাদের হত্যার ঘটনা প্রমাণ করছে যে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

আবরার ফাহাদের কথা বলতে গিয়ে অনেক শিক্ষক কান্নায় ভেঙে পড়ছেন। সমিতির সভাপতি বলেন, এই হল এখন আমাদের অবস্থা। অতীতের বিভিন্ন র‌্যাগিংয়ের ঘটনায় প্রশাসন ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় আবরারকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

হ**ত্যা মামলা ডিবিতে, গ্রেফতার আরও ৩ :** আবরারকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় চকবাজার থানায় দায়ের করা মামলার তদন্তের দায়িত্ব মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশে (ডিবি) হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের উপকমিশনার (মিডিয়া) মো. মাসুদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। মঙ্গলবার গোয়েন্দা পুলিশের কাছে মামলার তদন্তভার হস্তান্তর করা হয়েছে, ডিবি পুলিশ মামলাটি তদন্ত করবেন বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।

এদিকে আবরার হত্যাকাণ্ডে দায়ের করা মামলার এজাহারভুক্ত আরও দুই আসামিকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ। এছাড়া এজাহারের বাইরে শামসুল আরেফিন রাফাত নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (দক্ষিণ) এডিসি হাসান আরাফাত যুগান্তরকে বলেন, আমরা ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছি। এজাহারে নাম থাকা আসামি ছাড়াও এ ঘটনায় অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খোঁজ নেয়া হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, এজাহারভুক্ত আরও দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আবরার হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তার বাবা বরকত উল্লাহ সোমবার চকবাজার থানায় ১৯ জনকে আসামি করে মামলা করেন।

মঙ্গলবার পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা হলেন বুয়েট ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রাসেল (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, দ্বিতীয় বর্ষ), সহসভাপতি মুহতাসিম ফুয়াদ (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, দ্বিতীয় বর্ষ), সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান রবিন (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, চতুর্থ বর্ষ), তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক অনিক সরকার (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, চতুর্থ বর্ষ), ক্রীড়া সম্পাদক মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন (নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, চতুর্থ বর্ষ), উপসমাজসেবা সম্পাদক ইফতি মোশাররফ সকাল (বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং, তৃতীয় বর্ষ), সদস্য মুনতাসির আল জেমি (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ), মো. মুজাহিদুর রহমান মুজাহিদ (ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, তৃতীয় বর্ষ) এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের খন্দকার তাবাখখারুল ইসলাম তানভির, একই বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ইসতিয়াক আহম্মেদ মুন্না, মো. মনিরুজ্জামান মনির (পানিসম্পদ বিভাগ, ১৬তম ব্যাচ) ও মো. আকাশ (সিই বিভাগ, ১৬তম ব্যাচ)।

যারা গ্রেফতার হয়নি : মামলার এজাহারভুক্ত আসামিদের মধ্যে মাজেদুল ইসলাম (এমএমই বিভাগ, ১৭তম ব্যাচ), হোসেন মোহাম্মদ তোহা (এমই বিভাগ, ১৭তম ব্যাচ), জিসান (ইইই বিভাগ, ১৬তম ব্যাচ), শামীম বিল্লাহ (মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ১৭তম ব্যাচ), শাদাত (এমই বিভাগ, ১৭তম ব্যাচ), তানীম (সিই বিভাগ, ১৭তম ব্যাচ), মোর্শেদ (এমই বিভাগ, ১৭তম ব্যাচ) ও মোয়াজ।

শিবির সন্দেহেই হত্যা -ছাত্রলীগের তদন্ত কমিটি : আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ছাত্রলীগের তদন্ত কমিটি ও প্রত্যক্ষদর্শীর ফোনালাপে জানা গেছে, শুধু শিবির সন্দেহেই পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে আবরারকে।

এতে ছাত্রলীগের সকাল, মনির, তানভীর, জেমি, তামিম, সাদাত, রাফিদ, তোহা, অনিক সরকারসহ ১০-১২ জন নেতাকর্মীর জড়িত থাকার খবর পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মারধর করেছে মদ্যপ অনিক সরকার।

রোববার রাত ৮টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ফাহাদের ওপর চলে নির্যাতন। ছাত্রলীগের গঠিত তদন্ত কমিটির সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

তদন্ত কমিটির সদস্য আসিফ তালুকদারকে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বুয়েট ছাত্রলীগের সহসম্পাদক ও কেমিক্যাল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আশিকুল ইসলাম বিটু মোবাইলফোনে বিস্তারিত জানান। বিটু বলেন, রাত ৮টার দিকে মনির ও তামিম আবরারকে ২০১১ নম্বর রুমে ডেকে আনে।

এ সময় রুমে তাদের ব্যাচের আরও কিছু ছেলে ছিল। প্রথমেই মোবাইলফোন কেড়ে নিয়ে ফেসবুকে দেয়া বিভিন্ন সময়ের স্ট্যাটাস পরীক্ষা করা হয়। চলতে থাকে নানা ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ। শুরু হয় নির্মম নির্যাতন, চলে দফায় দফায়।

মাতাল ছিল ১৫তম ব্যাচের অনিক। সে-ই সবচেয়ে বেশি মারধর করে আবরারকে। রাত সাড়ে ১২টার দিকে নিস্তেজ হয়ে পড়লে সেখানেই পড়ে ছিল আবরার। এ সময় চিন্তিত হয়ে পড়ে মনির, সকাল ও তামিম। পরে তারা নিস্তেজ আববারকে সিঁড়িতে রেখে আসে।

ঢাবিতে গায়েবানা জানাজা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবরার ফাহাদের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে টিএসসি মোড়ে রাজু ভাস্কর্য চত্বরে গায়েবানা জানাজায় ডাকসু ভিপি নূরুল হক নুরসহ কয়েক হাজার শিক্ষার্থী অংশ নেন।

জানাজার পর আবরারের আত্মার মাগফিরাত কামনা ও পরিবারের জন্য মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক আখতার হোসেন।

জানাজার পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন শিক্ষার্থীরা। তারা এ ঘটনায় বুয়েট প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করে হত্যাকারীদের শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানান। আর বিচারকার্যে কোনো অবহেলা লক্ষ করা গেলে কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা।

তারা আবরারকে শহীদ হিসেবে অবহিত করেন। তারা বলেন, আবরার দেশের পক্ষে কথা বলে শহীদ হয়েছেন।

এ সময় ডাকসু ভিপি নূরুল হক নুর বলেন, ছাত্রসমাজ রাজপথে এলে তড়িঘড়ি করে বিচার করা হয়। কিন্তু প্রতিবাদ থেকে সরে গেলে বিচার পাওয়া যায় না। হত্যাকারীদের আড়াল করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ফুটেজ দেখাতে চায়নি।

ছাত্ররা রাস্তায় নেমে এসে বাকবিতণ্ডা করে ভিডিওফুটেজ নিয়েছে। ভিপি বলেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনা থেকে প্রতিবাদ করুন। ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে আবরার শহীদ হয়েছেন। আমরা তার প্রতিবাদ জানাই।

প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন : আবরার ফাহাদকে নির্মমভাবে পিটিয়ে যারা হত্যা করেছে তাদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির আওতায় আনতে হবে। কোনো সন্ত্রাসী যাতে আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রীকে করতে হবে।

মঙ্গলবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করার প্রতিবাদে কুষ্টিয়া জেলা সমিতি ঢাকার উদ্যোগে এক মানববন্ধনে বক্তারা এসব দাবি জানান।

এদিকে শেকৃবি প্রতিনিধি জানান, আবরার ফাহাদ হত্যার প্রতিবাদে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার দুপুর ১২টার পর এই বিক্ষোভ মিছিল হয়।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।